[redacted]

[redacted]

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষাবৃত্তির এই সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ না থেকে সহশিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বশির আহমেদ বলেন, “উচ্চশিক্ষা অর্জনে অর্থ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এবং মেধাবীরা যেন নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জায়গা করে নিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই সাত বছর আগে ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের পক্ষ থেকে আলহাজ্ব বেলায়েত হোসেন শিক্ষাবৃত্তি চালু করি। জেনে ভালো লাগছে, আমাদের এই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনেকেই এখন মেডিকেল, প্রকৌশল, কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। তাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে সামান্য সহযোগিতা নিয়ে পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।”

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্বপ্নশীলনের নির্বাহী পরিচালক হাফিজ আল আসাদ। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন লেখক, সংগঠক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক নাজমুল হুদা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আহ্বায়ক ও জাতীয় ক্রীড়া সংগঠক মো. আমিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টরা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বৃত্তি কার্যক্রমকে আরও সহজ, প্রযুক্তিবান্ধব ও ফলপ্রসূ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ারবিষয়ক দিকনির্দেশনা যুক্ত করা গেলে এ উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব আরও বিস্তৃত হবে।

শিক্ষাবৃত্তির এ আয়োজন মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বেসরকারি উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কুষ্টিয়ায় পূজায় যাওয়ার পথে ভ্যান থামিয়ে নারীদের স্বর্ণালংকার লুট

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নির্জন সড়কে গাছের ডাল ফেলে যানবাহনের গতিরোধ করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। মুখোশধারী দেশীয় অস্ত্রধারী ৫-৬ জনের একটি দল পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারীর স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

পরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) রাত পৌনে ১০টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের কালিতলা বিষিনতা মাঠসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্জন সড়কের ওপর গাছের ডাল ফেলে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ৫-৬ জনের একটি দল সেখানে অবস্থান নেয়। ওই সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় এক যুবক কৌশলে নিজেকে রক্ষা করে কাছের একটি মোড়ে থাকা লোকজনকে ডাকাতির খবর দেন। পরে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

এরই মধ্যে পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারী দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই পথ দিয়ে যাওয়া আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ছাতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে পুলিশও সেখানে পৌঁছায়। তবে ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ভুক্তভোগীরা স্থানীয় এলাকার বাইরের হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্জন সড়কটির সুযোগ নিয়ে এর আগেও মাঝেমধ্যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতেও একই কৌশলে যানবাহনের গতিরোধ করে যাত্রীদের মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

বিষয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়।

কুষ্টিয়ায় লালনের আখড়াবাড়ি থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় ফকির লালন সাঁইয়ের আখড়াবাড়ির আঙিনা থেকে বোমাসদৃশ বস্তু, বারুদ, পেট্রল ও ইলেকট্রনিক সার্কিট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার রাত দেড়টার দিকে আখড়াবাড়ির প্রবেশপথের পুলিশ বক্স থেকে প্রায় ১০ হাত দূরে একটি নারিকেলগাছের গোড়া থেকে সাদা ব্যাগে রাখা এসব বস্তু উদ্ধার করা হয়। সোমবার সকালে ঢাকা থেকে আসা পুলিশের বিশেষ দল সেগুলো নিষ্ক্রিয় করে।

সোমবার সকাল ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন। তিনি জানান, উদ্ধার করা বস্তুগুলোর মধ্যে একটি পেট্রল বোমাসদৃশ বস্তু, দুটি বারুদ, দুই লিটার পেট্রল ও একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট ছিল। সকাল ৮টার দিকে পুলিশের বিশেষ দল সেগুলো নিষ্ক্রিয় করে। এ ঘটনায় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার ছিল মরমি সাধক ফকির লালন সাঁইয়ের ১৩৬তম তিরোধান দিবস। এ উপলক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় লালন একাডেমি তিন দিনব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলার আয়োজন করেছে। তিরোধান দিবস ঘিরে প্রতিবছরের মতো এবারও আখড়াবাড়িতে সমবেত হয়েছেন বাউল, সাধক ও লালনভক্তরা। তাদের নিরাপত্তায় সিসিটিভি স্থাপনসহ কয়েক স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।

শনিবার বিকেলে স্মরণোৎসবের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। রোববার ছিল আয়োজনের দ্বিতীয় দিন। এদিন দুপুরে পুণ্যসেবার মধ্য দিয়ে সাধুসঙ্গ শেষ হলেও আখড়াবাড়িতে লালনভক্তদের উপস্থিতি ছিল। এর মধ্যে রাত দেড়টার দিকে পুলিশ বক্সের কাছ থেকে বোমাসদৃশ বস্তুসহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আখড়াবাড়ি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সোমবার স্মরণোৎসবের শেষ দিন। সন্ধ্যায় আলোচনা সভা এবং রাতভর লালনের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিন দিনের আয়োজন শেষ হওয়ার কথা। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

ওসি জামাল উদ্দিন বলেন, আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্বৃত্তরা আখড়াবাড়ির আঙিনায় বোমাসদৃশ বস্তু রেখেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেগুলো উদ্ধার করে সোমবার সকাল নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত কার্যক্রম চলছে। স্মরণোৎসব নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

বাউল সাধক লালন শাহের ১৩৬তম তিরোধান দিবস আজ

‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ মানবতাবাদী সাধক ফকির লালন শাহের এই চিরন্তন বাণীকে ধারণ করে আজ শনিবার (১৭ অক্টোবর) থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী লালন স্মরণোৎসব।

বাউল সাধকের ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়াবাড়িতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে নানা অনুষ্ঠান।

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও লালন একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু, বাউল-সাধক, ভক্ত, গবেষক ও দর্শনার্থীরা সমবেত হবেন। লালনের মানবতাবাদী দর্শন, জাত-ধর্মের বিভেদ অতিক্রম করে মানুষকে

মানুষ হিসেবে দেখার শিক্ষা এবং বাংলার লোকসংস্কৃতিতে তাঁর অবদান স্মরণে থাকবে সাধনা, গান ও স্মরণপর্বসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় ছেঁউড়িয়ার লালন একাডেমি চত্বরে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন লালন একাডেমির সভাপতি ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান।

২০২৫ সালের ২৮ আগস্ট তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিবছর ১৭ অক্টোবর লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছর থেকে জাতীয় পর্যায়ে লালন স্মরণোৎসব উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফকির লালন শাহ। তাঁর তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর লালন আখড়াবাড়িতে সমবেত হন ভক্ত ও বাউল-সাধকেরা। একতারা, দোতারা ও খমকের সুরে পরিবেশিত হয় তাঁর গান। গানের আসর ঘিরে শিল্পী ও শ্রোতাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ভাবের আদান-প্রদান। লোকসংগীত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই মিলনমেলা নতুন প্রজন্মের কাছে লালনের জীবনদর্শন তুলে ধরারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

লালন শাহ বাংলার লোকদর্শন, মানবতাবাদ ও আত্মঅনুসন্ধানের এক অনন্য নাম। তিনি শুধু বাউল গানের রচয়িতা নন; তাঁর গানে উঠে এসেছে মানুষের পরিচয়, আত্মার স্বরূপ, দেহতত্ত্ব এবং জাত-ধর্মের বিভেদ অতিক্রম করে সত্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা। সমাজের প্রচলিত বিভেদ ও সংকীর্ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পাশাপাশি তাঁর গান মানুষকে নিজের ভেতরেও অনুসন্ধান চালাতে উদ্বুদ্ধ করে।

লালনের বহুল পরিচিত গান ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’ জাতপাত ও সামাজিক পরিচয় নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। অন্যদিকে, ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানে মানবদেহ ও জীবনের রহস্য উঠে এসেছে গভীর দার্শনিক ব্যঞ্জনায়। সহজ কথায় গভীর দর্শন প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর গানকে বিনোদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবন উপলব্ধির অন্যতম মাধ্যমে পরিণত করেছে।

[redacted]

[redacted]

কুমারখালী থানার ওসি জামাল উদ্দিন বলেন, এবার লালন উৎসব মাদকমুক্ত রাখতে পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় নিয়মিত অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রায় দুই হাজার গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম (কলকে) জব্দ করা হয়েছে। মাদক প্রতিরোধে প্রতিদিনই এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

লালন একাডেমির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন হাসান বলেন, এবার মাদকমুক্ত লালন উৎসব আয়োজন করতে পুলিশ ও প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করছে। মাদকের বিরুদ্ধে তাঁরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসার সচেতনতায় সেমিনার

ক্যানসার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে কুষ্টিয়ায় স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসারবিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন বগুড়ার টিএমএসএস ক্যানসার সেন্টারের কনসালট্যান্ট এবং টিউমার ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. মো. তৌহিফুর রহমান।

সেমিনারে স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ, ঝুঁকির কারণ, রোগ শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ক্যানসার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনায় স্তন ক্যানসারের বৈশ্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিশ্বে আনুমানিক ২৩ লাখ নারী নতুন করে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। একই

বছরে এ রোগে প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা গেলে এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা গেলে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার ফলাফল ভালো হয়।

ডা. মো. তৌহিফুর রহমান বলেন, স্তনে নতুন কোনো চাকা বা পিণ্ড, স্তনের আকার কিংবা ত্বকে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এবং স্তনবৃন্ত থেকে অস্বাভাবিক নিঃসরণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। অন্যদিকে, প্রোস্টেট ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রস্রাবের প্রবাহ দুর্বল হওয়া, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ কিংবা প্রস্রাবে রক্ত যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। তবে এসব লক্ষণ দেখা দিলেই ক্যানসার হয়েছে, এমন নয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা জরুরি।

সেমিনারে ক্যানসার নিয়ে সামাজিক সংকোচ, ভয় ও অসচেতনতার কারণে চিকিৎসা নিতে দেরি করার প্রবণতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে ক্যানসার মোকাবিলায় সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মো. টিপু সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. হাবিবুল ইসলাম।

সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ‘ক্যানসার ভয় আর নয়, বিজয়ীর বেশে লড়লেই হবে ক্যানসারের পরাজয়।’

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এ ধরনের সচেতনতামূলক আয়োজনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ক্যানসার সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে এবং রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহ বাড়বে।

কুষ্টিয়া রেজিস্ট্রি অফিসে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তবে এসব অর্থ আদায়ের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কি না, সংশ্লিষ্টদের সম্মতি বা অনুমোদন রয়েছে কি না এবং বাস্তবে কারও কাছ থেকে এ ধরনের অর্থ আদায় করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ বিষয়ে দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা আশার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমরা সমিতির কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা করেছিলাম। লোকাল এমপি এটা করতে দেননি। সবাইকে নিয়ে এই সমিতি চালাতে চেয়েছিলাম। সমিতি না থাকায় কারেন্ট বিল ঘরে ঘরে গিয়ে আনতে হচ্ছে। ড্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে না। সব জায়গায় সমিতি আছে, শুধু কুষ্টিয়া সদরে হচ্ছে না। গত শুক্রবার আমরা রেজিস্ট্রি অফিসে বসেছিলাম।”

অন্যদিকে, ওয়াহিদুজ্জামান লাইজুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ব্যবহৃত ফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।

জেলা রেজিস্ট্রার বলেন, কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রার গাজী মুহাম্মদ আব্দুল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি কোনোভাবেই সমিতি করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে দেব না। গত রাতে এমপি মহোদয় ফোন দিয়েছিলেন, তিনিও সমিতি করতে নিষেধ করেছেন।”

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় ১২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সাহেব আলী হত্যা মামলায় ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক নাদিরা সুলতানা আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা মোজাম্মেল হোসেন (৭৩), আইন উদ্দিন (৬৮) ও তার ভাই আকতার হোসেন (৪৩), সাবু (৪১), সোহাগ (৩৮), শরিফুল ইসলাম (৪৩), বিপুল (৩৪), বদর উদ্দিন (৬৮), আফসার শেখ (৬৫), সুমিন (৩৮), সেলিম (৪১) ও আবু (৩৭)।

এছাড়া জুলু (৩৮) ও তার ভাই রাহুলকে (৩৪) দুই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন সাতজন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার ও জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে ২০১৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে সাহেব আলীকে হত্যা করা হয়। পরে কুমারখালী উপজেলার চর-চাপড়া গ্রামে একটি কলাবাগানের পাশে তার মরদেহ ফেলে রাখা হয়।

এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই আহম্মদ আলী ওরফে আকম আলী কুমারখালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে কুমারখালী থানার পুলিশ পরিদর্শক কাজী কামাল হোসেন ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতে ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ (মঙ্গলবার) এ মামলার রায় হলো। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট মনির হোসেন রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় টিকটকে পরিচয়, ৪ কিশোরীর সমকামী প্রেম!

কুষ্টিয়ার মিরপুরে টিকটক গ্রুপের মাধ্যমে পরিচয়, এরপর গড়ে ওঠে সমকামী প্রেমের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের জেরে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় চার কিশোরী। পরে ঢাকার হেমায়েতপুরে বাসা ভাড়া নিয়ে দুই জোড়া কিশোরী ‘বিয়ে’ করে একসঙ্গে বসবাস শুরু করে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিখোঁজের ছয় দিন পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাদের উদ্ধার করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিরপুর উপজেলার গোপীনাথপুর এলাকার তিন কিশোরী গত ৫ অক্টোবর পরিবারের কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তাদের নিখোঁজের ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হলে মিরপুর থানা তাদের সন্ধানে অনুসন্ধান শুরু করে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, টিকটকের মাধ্যমে মিরপুরের এক কিশোরীর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এলাকার এক কিশোরীর পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সমকামী প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে পুলিশের ভাষ্য। একইভাবে মিরপুরের আরও দুই কিশোরীর মধ্যেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হয়।

পরে চার কিশোরী একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৫ অক্টোবর মিরপুরের তিন কিশোরী বাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাকার দিকে যায় এবং নারায়ণগঞ্জের কিশোরীর সঙ্গে মিলিত হয়।

পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পরে তারা ঢাকার হেমায়েতপুর এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নেয়। সেখানে দুই কিশোরী নিজেদের মধ্যে ‘বিয়ে’ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে বলে পুলিশকে জানায়। এরপর তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে থাকার দাবি করে। অপর দুই কিশোরীও একই বাসায় অবস্থান করছিল।

নিখোঁজের বিষয়টি তদন্ত করতে গিয়ে মিরপুর থানা পুলিশ তাদের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা শুরু করে। মিরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাকিলাদহ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইউসুফ আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাদের অবস্থান শনাক্ত করেন।

পরে ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকার হেমায়েতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া চারজনের বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মিরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, “মিরপুর থেকে নিখোঁজ তিন কিশোরীকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময় নারায়ণগঞ্জের একজনকেও উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের টিকটক গ্রুপের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। একসঙ্গে থাকার

উদ্দেশ্যেই তারা বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। পরে তাদের উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।”